গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০২৩.২১.৩২৭

তারিখ: ৯ কার্তিক ১৪২৯
২৫ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **বুকলেট প্রণয়নের জন্য তথ্য প্রেরণ।**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০০.০০০০.০৭৮.০৬.০০১.২০২২.১১২, তারিখ: ১২/১০/২০২২ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বুকলেট প্রণয়নের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ৪২ (বিয়াল্লিশ) পাতা।

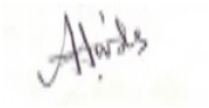

২৬-১০-২০২২
মো: আলী হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮৩
ইমেইল: csmoys66@gmail.com

পরিচালক- ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০২৩.২১.৩২৭/১(৫)

তারিখ: ৯ কার্তিক ১৪২৯
২৫ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
২) উপসচিব (সমন্বয় ও আইন অধিশাখা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৪) সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা;
৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়বসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।;

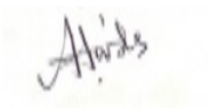

২৬-১০-২০২২
মো: আলী হায়দার
সিনিয়র সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের হালনাগাদ বিস্তারিত তথ্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/ তারিখ/ স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১	শিরোনাম: নেত্রকোণা জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। তারিখ: ১৬/০২/২০১০ খ্রি. স্থান: নেত্রকোণা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নেত্রকোণা জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উপপরিচালক এর কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে ৩ মাস মেয়াদী যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেত্রকোণা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন।	নেত্রকোণা	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	
২	শিরোনাম: রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা। তারিখ: ০৮/০১/২০১১ তারিখে স্থান: রংপুর।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের ৮টি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ২য় পর্বের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে শুরু হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। অত:পর ৩রা মার্চ ২০১৩ হতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাস্তব কার্যক্রম (মৌলিক প্রশিক্ষণ) শুরু করা হয়। ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় মোট ১৬০৩৬ জন সুবিধাভোগীকে ৪ ধাপে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সর্বমোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর সংখ্যা ১৪৫১৫ জন। প্রতি ধাপের প্রশিক্ষণ শেষে সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদেরকে অস্থায়ী কর্মে সংযুক্তি প্রদান করা হয়। সর্বমোট অস্থায়ী সংযুক্তি প্রাপ্তের সংখ্যা ১৪৪৬৭ জন।	রংপুর	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	
৩	শিরোনাম: নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। তারিখ: গত ১২/১০/২০১১ তারিখ স্থান: নীলফামারী	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উপপরিচালক এর কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং গত ০২/০৭/২০১৭খ্রিঃ তারিখ থেকে ৩ মাস মেয়াদী যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন।	নীলফামারী	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:

ক্র:নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	শিরোনামঃ নেত্রকোণা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ। তারিখ: ১৬-০২-২০১০খ্রি: স্থান: নেত্রকোণা জেলা	"নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে।	নেত্রকোণা জেলা	ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে।	
২।	শিরোনামঃ গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ (শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম) টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ। তারিখ: ২৫-১২-২০০৮ খ্রি: স্থান: গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠ (শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম)	৭০২.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩তলা বিশিষ্ট প্যাভিলয়ন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীন রাস্তা, খেলার মাঠ উন্নয়নসহ নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ ইত্যাদি কাজ জুন'২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবতার নিরীখে গাজীপুর আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের জন্য ''গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন'' শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি গত ২৯-০৩-২০২২খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	গাজীপুর জেলা		
৩।	শিরোনামঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গায় খেলাধুলার জন্য উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা । তারিখ: ১৪-০২-২০১২খ্রি: স্থান: সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ এর লক্ষ্যে '' নির্বাচিত ০৬টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০৭-২০১৯ তারিখের একনেক সভায় উত্থাপিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি এবং প্রকল্পে প্রস্তাবিত ৬টি উপজেলা "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একনেক সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ২য় পর্যায় প্রকল্পে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ০৪-০৫-২০২১খ্রিঃ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপিতে সোনারগাঁও উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্নিত কাজের দরপত্র আহবান করা হবে।	নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা	তৃনমুল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলন করে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে।	

৪।	শিরোনামঃ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা। তারিখ: ২৩-০৭-২০১০খ্রি: স্থান: কয়রা উপজেলা, খুলনা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ এর লক্ষ্যে '' নির্বাচিত ০৬টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০৭-২০১৯ তারিখের একনেক সভায় উত্থাপিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি এবং প্রকল্পে প্রস্তাবিত ৬টি উপজেলা "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একনেক সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ২য় পর্যায় প্রকল্পে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ০৪-০৫-২০২১খ্রিঃ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপিতে কয়রা উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্নিত কাজের দরপত্র আহবান করা হবে।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা	ঐ	
৫।	শিরোনামঃ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা। তারিখ: ০৭-১১-২০১০খ্রি: স্থান: তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ এর লক্ষ্যে '' নির্বাচিত ০৬টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০৭-২০১৯ তারিখের একনেক সভায় উত্থাপিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি এবং প্রকল্পে প্রস্তাবিত ৬টি উপজেলা "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একনেক সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ২য় পর্যায় প্রকল্পে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ০৪-০৫-২০২১খ্রিঃ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপিতে তিতাস উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্নিত কাজের দরপত্র আহবান করা হবে।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা	ঐ	
৬।	শিরোনামঃ মীরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা । তারিখ: ২৯-১২-২০১০খ্রি: স্থান: মীরসরাই উপজেলা, চট্টগ্রাম।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ এর লক্ষ্যে '' নির্বাচিত ০৬টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০৭-২০১৯ তারিখের একনেক সভায় উত্থাপিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি এবং প্রকল্পে প্রস্তাবিত ৬টি উপজেলা "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একনেক সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ২য় পর্যায় প্রকল্পে চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ০৪-০৫-২০২১খ্রিঃ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ১২-০৬-২০২২খ্রি: তারিখে NOA প্রদান করা হয়েছে।	চট্রগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা	ঐ	

৭।	শিরোনামঃ লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ। তারিখ: ০২-০২-২০১১খ্রি: স্থান: মুন্সীগঞ্জ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ এর লক্ষ্যে '' নির্বাচিত ০৬টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০৭-২০১৯ তারিখের একনেক সভায় উত্থাপিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি এবং প্রকল্পে প্রস্তাবিত ৬টি উপজেলা "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একনেক সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ২য় পর্যায় প্রকল্পে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ০৪-০৫-২০২১খ্রিঃ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপিতে লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্ণিত কাজের দরপত্র আহবান করা হবে।	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলা	ঐ	
৮।	শিরোনামঃ রংপুরে সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ । তারিখ: ০৮-০২-২০১১ খ্রি: স্থান: রংপুর	(ক) সুইমিংপুল: রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুইমিংপুল নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (খ) ইনডোর স্টেডিয়াম: রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। (গ) মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স: "নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে।	রংপুর জেলা	ঐ	
৯ ।	শিরোনামঃ নীলফামারীতে পুর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ। তারিখ: ১২-১০-২০১১খ্রি: স্থান: নীলফামারী	"নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে।	নীলফামারী	ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলন করে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হচ্ছে।	
১০।	শিরোনামঃ মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ। তারিখ: ১৮-০১-২০১২খ্রি: স্থান: মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ এর লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পটি গত ১৯-০৫-২০২১খ্রি: তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৩-০৩-২০২২খ্রি: তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক ইতোমধ্যে Inspection report দাখিল করেছেন।	মানিকগঞ্জ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহায়ক ভুমিকা রাখবে।	

১১।	শিরোনামঃ বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ। তারিখ: ১২-১১-২০১৫খ্রি: স্থান: বগুড়া	দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। জুন ২০১৯ এর মধ্যে "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ গত জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত জেলার সারিয়াকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি গত ০৪-০৫-২০২১খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে সারিয়াকান্দি ও নন্দীগ্রাম উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর বর্ণিত কাজের দরপত্র আহবান করা হবে। তাছাড়া শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-৩য় পর্যায় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তের জন্য ইতোমধ্যে শিবগঞ্জ, দুপচাঁচিয়া, কাহালু, শেরপুর, ধুনট, বগুড়া সদর, গাবতলী এবং শাজাহানপুর উপজেলা হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে।	বগুড়া	তৃনমুল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলন করে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে।	
১২।	শিরোনামঃ প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে। তারিখ: ১২-১০-২০১৫খ্রি:	দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। জুন ২০১৯ এর মধ্যে "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। জমির জটিলতার কারণে ৬টি উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা যায় নাই। "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৪-০৫-২০২১খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। মিনি স্টেডিয়াম নির্মিত হলে প্রতিটি উপজেলায় ১২মাস ব্যাপী খেলাধুলা পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	দেশের বিদ্যমান ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলা।	তৃনমুল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে।	
১৩।	শিরোনামঃ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন। তারিখ: ২৯-০৮-২০১৩খ্রি: স্থান: ফটিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম।	দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। জুন ২০১৯ এর মধ্যে "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে ফটিকছড়ি উপজেলা অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। মূল ডিপিপিতে উক্ত উপজেলার প্রস্তাবিত জায়গাটি খাস জমি ছিল বিধায় ডিপিপিতে অর্থের সংস্থান ছিল না। পরবর্তীতে জায়গার পরিবর্তন করে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব পাওয়া যায় । সংশোধিত ডিপিপিতে উক্ত জমি অধিগ্রহণ খাতে অর্থের সংস্থান করতঃ বাস্তবায়ন করা হবে।	চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা	তৃনমুল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টি হবে।	

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	নেই

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট:

ক্র:নং	মাননীয় প্রধানমংত্রীর প্রতিশ্রুতি **(শিরোনাম/তারিখ/স্থান)**	**বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা**	**সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ**	**আর্থ-সামাজিক প্রভাব**	**মন্তব্য**
০১	**প্রযোজ্য নয়**	**প্রযোজ্য নয়**	**প্রযোজ্য নয়**	**প্রযোজ্য নয়**	‡kL nvwmbv RvZxq hye Dbœqb BbwówUDU সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোন নির্দেশনা নেই।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

ক্রীড়া পরিদপ্তর:

নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
---	---	----	-----	-----	----

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে হালনাগাদ তথ্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/ তারিখ/ স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১	শিরোনাম: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেডের সাথে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেড যুক্ত করতে হবে, যেমন ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হর্টিকালচার মেরিন ফিসিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিকুলাম সংগ্রহ করা যেতে পারে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ক) (১) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন সার্ভিস (ক্যাটারিং): কোর্সের মেয়াদ-৬ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮১৭ জন।	ঢাকা, খুলনা, সিলেট বগুড়া, চট্টগ্রাম, বান্দরবন	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিদেশ গমন করছে।	
		(২) হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮৮৪ জন।	ঢাকা, খুলনা, সিলেট বগুড়া, চট্টগ্রাম, বান্দরবন		
		(৩) সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩০দিন। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩৫ (প্রতিব্যাচ)। (আরব দেশসমূহে গমনেচ্ছুক যুবনারীদের জন্য। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-২৩৪৩ জন।	ঢাকা, খুলনা, সিলেট বগুড়া, চট্টগ্রাম, বান্দরবন		
		(৪) কৃষি ও হর্টিকালচার: কোর্সের মেয়াদ-১ মাস। কোর্সের ধরণ-আবাসিক। আসন সংখ্যা-৪০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৪৬৫৪ জন।	৬৪ জেলা		
		মেরিন ফিসিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে রিসোর্স পার্সন ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় কোর্সটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।			
২	যুবরা জীবনের ঝুকিঁ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য প্রতারণার শিকার যাতে না হয় এবং যুব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশেই আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়, সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও সে দেশের আইন কানুন সম্পর্কে জানতে হবে, যেন কেউ বিদেশ গিয়ে বে আইনী কিছু না করে এবং জেলে না	• যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে না যায়, তারা যাতে আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য ৬৪টি জেলা ও ৫০০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। • ফেস্টুনের মাধ্যমে জেলা যুব/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০টি সচেতনতামূলক স্লোগান প্রচার অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে প্রশিক্ষণকর্মশালাসেমিনারের মাধ্যমে স্লোগান / প্রচারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	৬৪ জেলা (সমগ্র দেশব্যাপী)	দেশের যুবরা জীবনের ঝুকিঁ নিয়ে বিদেশ যাওয়ার প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে এবং দেশে বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সে দেশের আইন	

	যায়। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	• যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত যুববার্তায় সচেতনতামূলক স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা প্রশাসন/বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যুববার্তার কপি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক এবং পাক্ষিক পত্রিকায় সচেতনতামূলক শ্লোগান ১০০ বার প্রচার করা হয়েছে। অবৈধ পথে যাতে যুবরা বিদেশে না যায় সে লক্ষ্যে শ্লোগান প্রচার: ১. প্রশিক্ষণ নিন. আত্মকর্মী হোন ২. দক্ষ হলে, কপাল খোলে ৩. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ পথে বিদেশ যাবেন না ৪. প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি আত্মকর্মসংস্থানের পথ ধরি ৫. বৈধ পথে বিদেশ যাই মৃত্যুর ঝুঁকি এড়াই ৬. বৈধ পথে বিদেশ যাই বেকারত্বের হার কমাই ৭. চাকুরিদাতার দেশের আইন কানুন জানবো এবং মানবো ৮. বিদেশে বেআইনী কিছু করবো না। ৯. দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ১০. আত্মকর্মী যুবশক্তি উন্নয়নের মূলভিত্তি।		কানুন সম্পর্কে জানতে পারছে।	

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:

ক্র:নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১।	শিরোনাম: ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ এবং জেলা-উপজেলাসমূহে বছর-ব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করতে হবে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	বর্তমানে দেশে ৫৩টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা রয়েছে। এ সকল সংগঠনগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধেলাধুলার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ফুটবলের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে মুন্সিগঞ্জ, মাগুরা ও নেত্রকোণায় ফুটবল একাডেমি নির্মাণের জন্য ০৩টি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল জেলার বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে তৃনমূল পর্যায় হতে খেলোয়াড়দের বাছাই করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের কোচের সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ ফুটবলার তৈরী করা সম্ভব। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডি.পি.পি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। এতদব্যতীত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনুর্ধ্ব-১৭) বিগত ২০১৮ সাল হতে চলমান আছে। তাছাড়া বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) গত ২০১৯ সাল থেকে শুরু হয়ে চলমান আছে। আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পস ২০১৯ সাল থেকে চালু হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি টুর্নামেন্ট হয়েছে। ২০২২ সালে আন্ত:চ্যাম্পস অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং ১ম বারের মত এবছর আন্ত:কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা শুরু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরফলে ফুটবলসহ অন্যান্য ১২টি ইভেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক ফুটবলের উন্নয়নের জন্য জেলা ও উপজেলা সমূহে বছরব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। ফলে নতুন ফুটবল খেলোয়াড় সৃষ্টি হয়েছে।	মুন্সিগঞ্জ, মাগুরা ও নেত্রকোণা	গ্রামাঞ্চলের অবহেলিত বালক/বালিকাদের দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক অপরাধ প্রবনতা হ্রাস পাবে। মাদকাসক্তি, চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিং সংক্রান্ত অপরাধসমূহ থেকে যুব সমাজ মুক্ত থাকবে।	

০২।	**শিরোনামঃ প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	দেশের প্রতিটি অর্থাৎ ৪৯৫ টি উপজেলায় একটি কর শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদিত প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৯টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া ও কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭৩ টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	৬৪**টি জেলার** ৪৯৫**টি উপজেলা**	তৃনমুল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়ার সৃষ্টিতে সহায়ক ভুমিকা রাখবে।	
০৩।	শিরোনাম: আরচ্যারির জন্য কোন মাঠ নেই। আরচ্যারি খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ খেলায় পাহাড়ী ও আদিবাসীদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, তীর ধনুকের সাথে তাদের আজন্ম সম্পর্ক রয়েছে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম, গাজীপুর-এ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে থাকে। আরচ্যারী খেলার মানোন্নয়ন ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় সুবিধাজনক স্থানে ‘জাতীয় আরচ্যারী প্রশিক্ষণ একাডেমী’ নির্মাণের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় কমপক্ষে ১০ (দশ) একর সরকারি খাস জায়গা কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণমূল্যসহ প্রস্তাবিত জমির তফসিল প্রেরণ করার জন্য পরিষদের ০৮ মে, ২০২২ তারিখের ৩৪.০০.০০০০.০৯২.১৪.২৪১.২২.৯১ নং স্মারকে জেলা প্রশাসক, গাজীপুর-কে অনুরোধপূর্বক পত্র প্রেরণ করা হয়।অত্র ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচ্যারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচ্যারির বিভিন্ন দলে ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে। বর্তমানে রিনা চাকমা, মাথৈ প্রোমার্মা ছাড়া আরও অনেক আদিবাসী অন্যান্য ইভেন্টের খেলাধুলা করছে এবং জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া বান্দরবান জেলার খেলোয়াড়গণও অংশগ্রহণ করে থাকে।	গাজীপুর, বান্দরবান	পাহাড়ী ও আদিবাসীদের অতি পুরানো খেলাধুলার চর্চা অব্যাহত থাকবে। শরীর, স্বাস্থ্য ও মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।	

০৪।	শিরোনাম: বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/ সংস্থাকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয় এবং সে মোতাবেক সংগঠনগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়।		সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠালে দলে মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ও দল মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকবে।	
০৫।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরী করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধূলা যেমন- সাতার, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলার প্রসার ঘটাতে হবে।	ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে প্রতি বছর গ্রামীন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনাসহ প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলোদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পশ্চিম পার্শ্বে জায়গা বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য প্যাভিলিয়ন ভবন, খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য ১৩,৯৫,৩৩,০০০/- (তের কোটি পঁচানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।	ঢাকা		

০৬।	শিরোনাম: সকল ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৫৩টি। নির্বাচনযোগ্য ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৩২টি। তন্মধ্যে ২৪টি ফেডারেশন/সংস্থার নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। খ) নির্বাচনযোগ্য ৮টি ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসহ মোট ২৯টি ফেডারেশন/সংস্থা অ্যাডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৯টি প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করছে।	**৬৪টি জেলা**	**ভোটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফেডারেশনে/ এসোসিয়েশনে কমিটি নির্বাচিত হওয়ায় ক্রীড়াঙ্গণেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজমান রয়েছে।**	
০৭।	শিরোনাম: জেলা পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন খেলাধূলার জন্য জেলা স্টেডিয়াম ব্যস্ত থাকলেও সঠিক দিনক্ষণসহ খেলার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ বাদ দিয়ে বাকি সময় স্টেডিয়ামগুলোতে ফুটবল খেলা চলবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী অন্যান্য খেলা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামেই প্রদর্শন করতে হবে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিবছর ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসহ, বোর্ড/সংস্থার নিকট হতে বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্রীড়াপঞ্জী প্রনয়ণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। উক্ত ক্রীড়াপঞ্জী নিয়মিতভাবে সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা/বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ক্রীড়াপঞ্জী অনুসারে সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সকল জেলা	ক্যালেন্ডার প্রস্তুতির ফলে সকল স্টেডিয়ামে সময়মত খেলাধুলা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা যাবে।	

০৮।	শিরোনাম: স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করাই ভাল হবে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম আয়োজন না করার জন্য প্রত্যেক স্টেডিয়ামের প্রশাসক/জেলাক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সকল জেলা	যুব সমাজ খেলাধুলার প্রতি মনোযোগী হবে।	
০৯।	শিরোনাম: স্কুল/কলেজের মাঠ ব্যতীত যে সকল জায়গা/মাঠ নির্বাচন করা হয়েছে সেখানে নকশানুযায়ী খেলার মাঠ (মিনি স্টেডিয়াম) এর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে ও সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী অবিলম্বে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত নীতিমালা ও নকশা অনুযায়ী স্কুল কলেজের মাঠ ব্যতীত দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য দেশের মোট **৪৯৫**টি উপজেলার মধ্যে প্রকল্পের ১ম পর্যায় **১২৫**টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ গত জুন **২০১৯** এ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় **০৯**টি উপজেলায় (লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, শান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ, পাবর্তীপুর ও শ্রীনগর উপজেলা) স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি উপজেলায় (টুঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের ৩য় পর্যায় অবশিষ্ট ১৭৩টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত ১৭৩টি উপজেলায় শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	**৬৪**টি জেলার **৪৯৫**টি উপজেলা	ঐ	

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১।	শিরোনাম: "কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। চাকুরীতেও কোটা রাখা যেতে পারে"। তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রি: স্থান: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	• চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বমোট ৫(পাঁচ)টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোটা রাখা হয়েছে । চাকুরীর ক্ষেত্রে কোট সংরক্ষণের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	সকল জেলা	বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়া শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাও গ্রহণ করতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। চাকুরির ক্ষেত্রেও কোটা সংরক্ষণ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন শেষে চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ তৈরি হবে। ফলশ্রুতিতে তাদের কর্মসংস্থান তৈরিসহ পারিবারিকভাবে স্বাবলম্বী হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	নেই

ক্রীড়া পরিদপ্তর:

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১।	শিরোনাম: ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরী করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধূলা যেমন-সাতচারা, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলার প্রসার ঘটাতে হবে। তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	• ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০২২-২৩ এ প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	৬৪ জেলা	২০১৯/২০২০/২০২১ সাল পর্যন্ত অটিজম প্রতিযোগিতা ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।	
		• ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং জেলা ক্রীড়া অফিসসমূহে প্রনীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক ২০২২-২০২৩ তে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	৬৪ টি জেলা	২০১৯/২০২০/২০২১ সালে প্রত্যেক জেলায় জেলা ভিত্তিক গ্রামীণ খেলার আয়োজন করা হয় যাতে সমাজের সকল শ্রেনী ও সর্বস্তরের জনমানুষকে খেলায় উদ্বুদ্ধ করে-২০৪১-এ একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যে সমাজকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করে একটি ভালো সমাজ গঠন করা যায়।	
০২.	শিরোনাম: ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে । তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী ২০২২-২০২৩-তে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	৬৪ টি জেলা	২০১৯/২০২০/২০২১ সাল পর্যন্ত সাঁতার প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের ফলে যুব সমাজকে মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদ, ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ।	

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১.	শিরোনাম: "বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে কর মুক্ত রাখার জন্য এনবিআরকে প্রস্তাব দিতে হবে। ফাউন্ডেশনকে আয় বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তবে মূল কাজ যেন ব্যাহত না হয়।" তারিখ: ৩০/১০/২০১৪ খ্রি. স্থান-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	• সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ছিল ৭.২৫ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান ও কল্যাণ তহবিল হতে বিগত ০৮-১১-২০১৮, ০৭-০৭-২০২০ ও ০৫-০৪-২০২২ তারিখে ফাউন্ডেশনকে (১০+১০+২০)= ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১২টি কোম্পানির সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষসহ ফাউন্ডেশনের বর্তমান মোট মূলধনের পরিমান ৪৭.৮৫ কোটি টাকা। • ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে 'বিশেষ অনুদান' খাতে ৩,৬০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। • বিভিন্ন কোম্পানীর CSR হতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	৬৪টি জেলা	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২০১১ সালের ৩নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭,৯৬৯ জনকে মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান হিসাবে মোট ১৫,১৬,১৫,০০০/- (পনের কোটি ষোল লক্ষ পনের হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশন হতে করোনাকালীন বিশেষ অনুদান হিসাবে ৭,৭৬৭ জনকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে সর্বমোট ৩,৮৮,১৫,০০০/- (তিন কোটি আটাশি লক্ষ পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক এ পর্যন্ত ৮৮ (আটাশি) জন ক্রীড়াসেবী ও ক্রীড়া সংগঠকদের চিকিৎসা/আর্থিক সহায়তা বাবদ মোট= ৯৪,২৫,০০০/- (চুড়ানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে খেলোয়ারদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হয়েছে।	

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট:

ক্র:নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	**‡kL nvwmbv RvZxq hye Dbœqb BbwówUDU** সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোন নির্দেশনা নেই।

গত ১৪ বছরের বাস্তবায়িত (প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা ব্যতীত) উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের তথ্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:

ক্রমিকনং	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১	টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ।	বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবনারীরা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২- ২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৯২১.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ১৬০৪৮ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।	৬৪ জেলা	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	
২	ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রেহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট)।	গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্বের বাস্তবায়ন কাজ ৩০-০৬-২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্বে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬৪০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। ০১-০১-২০২১ থেকে ৩১-১২-২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২১৫৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।	৬৪ জেলা	"আমার গ্রাম -আমার শহর" প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি জৈব বর্জের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে।	

৩	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে সাভারে স্থাপিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০২১ করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা হয়।	সাভার, ঢাকা	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	
৪	কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৪৭টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ ও ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে । ৯৯ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ব্যয়ে গত ২৪-০১-২০১২ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করে ১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি,	৬৪ জেলা	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	

		মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।			
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক "অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" বিষয়ক প্রকল্প।	দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য । ১৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প গত ১৯-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলা	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	
৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক "অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ" বিষয়ক প্রকল্প।	দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ সমাপ্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় **(ক)** অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং **(খ)** ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং এবং **(গ)** ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে কর্মপ্রত্যাশী যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে এ প্রকল্প ও বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প **(২য় পর্ব)** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হাউজওয়্যারিং এর কাজ, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, টিভি, কম্পিউটার মনিটর, কার এসি, শ্যালো মেশিন ইত্যাদি মেরামতের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬	ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাংগাইল, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, নাটোর, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নেত্রকোনা,	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	

		মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের জনবল ইতোমধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।	কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি,বরগুনা, কক্সবাজার,বান্দরবান পার্বত্য জেলা , রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, লক্ষীপুর, ফেনী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা জেলা।		

৭	বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে যুব কার্যক্রম ও যুব সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পার্শ্বে (রেল গেইট সংলগ্ন) ৬.৭৮ একর জমির উপর বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র ও বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল ইতোমধ্যে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।	বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।	
৮	সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ন্যাশনাল ইয়ূথ পলিসি এ-ইয়ূথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প।	প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবমহিলাদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করেছে। ০১-১০-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।	জামালপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও বগুড়া	জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়ন কার্যকরী হয়েছে।	

৯	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি অব নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি।	বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরীভাবে টেকসই এবং একইসংগে অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। এদিক থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তার প্রস্তাবিত ৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। এক্ষেত্রে বিআইডিএস-এর মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে এবং বিআইডিএস-এর মাধ্যমে সম্ভব না হলে পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যেকোন যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাবতা যাচাইয়ের জন্য বিবেচনা করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ডিওয়াইডি নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে এবং তাদের এসব প্রকল্প গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতা নির্ধারণ করেছে: (১) যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (২) কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব) (৩) যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প (৪) শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্ব) (৫) দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা তৈরিকরণ প্রকল্প (৬) অনলাইনভিত্তিক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ চালুকরণ প্রকল্প প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার উপরে। সরকারের বিদ্যমান আইনানুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ মে/২০২১ থেকে ডিসেম্বর/২০২১ তে সমাপ্ত হয়েছে।	৬৪ জেলা	৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।	

১০	উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)।	উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবনারী উপকৃত হবে। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথম পর্বের ঋণ তহবিল ৫৪৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	রংপুর,কুড়িগ্রাম,লাল মনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী,পঞ্চগড়, নাটোর	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	
১১	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবনারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ করেছে। পরবর্তীতে ৩০৬৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২য় সংশোধন করে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০-০৬-২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক ও আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি সহ মোট ৭৬টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।	৬৪ জেলা	জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।	

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:

ক্র:নং	গুরত্বপূর্ন উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের				
০১)	১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের ক্রীড়া অবোকাঠামোসমূহের সংস্কার, মেরামত, আধুনিকায়ন ও পুনঃনির্মাণ এবং ক্রীড়া যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে সহায়ক ভুমিকা রেখেছে।	
(২)	গুলশান শুটিং কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ ।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্যুটিং ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের				
(১)	মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(২)	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন ।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৩)	নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন ।	কাজ সমাপ্ত	নারায়ণগঞ্জ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৪)	চট্টগ্রাম জহুর আহামেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	চট্টগ্রাম	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৫)	খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	খুলনা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখবে।	
	২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের				
(১)	‘‘গোপালগঞ্জ জেলায় সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	গোপালগঞ্জ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(২)	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	গাজীপুর	ঐ	
(৩)	পাবনা জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	পাবনা	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের				
(১)	‘‘২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ	কাজ সমাপ্ত	চুয়াডাঙ্গা, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ,	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন	

	জেলা), ৪টি জেলা স্টেডিয়াম (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং ২টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন''।		নাটোর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা ও রাজশাহী	ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের				
(১)	''আইসিসি অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাংলাদেশ-২০১৬ উপলক্ষ্যে নির্বাচিত ভেন্যুসমূহের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন''।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা, চট্রগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের				
(১)	সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তরকরণ।	কাজ সমাপ্ত	সিলেট	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(২)	দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামগুলির সংস্কার ও উন্নয়ন-১ম পর্যায়।	কাজ সমাপ্ত	৩৪টি জেলা	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৩)	"রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন-১ম সংশোধিত"।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রোলার স্কেটিং ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৪)	"মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা, খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ এবং জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম এর সংস্কার ও উন্নয়ন"।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের				
(১)	নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	নীলফামারী ও নেত্রকোণা	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(২)	কুমিল্লা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম (কুমিল্লা স্টেডিয়াম) উন্নয়ন এবং সুইমিংপুল নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	কুমিল্লা	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৩)	''চট্রগ্রাম বিভাগীয় সদরে সুইমিংপুল নির্মাণ''।	কাজ সমাপ্ত	চট্রগ্রাম	স্থানীয় ও জাতীয় সুইমিং ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৪)	মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট স্থাপন এবং ড্রেনেজ সিস্টেমের আধুনিকায়ন	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হকি ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের				
(১)	কিশোরগঞ্জ জেলার শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভী রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	কিশোরগঞ্জ	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(২)	''উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায়	কাজ সমাপ্ত	৫২টি জেলার ১২৫টি উপজেলা	স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও	

	(১৩১টি)''।			খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৩)	ময়মনসিংহ, রংপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া ও বরগুনা জেলায় শ্যুটিং রেঞ্জ নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	ময়মনসিংহ, রংপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া ও বরগুনা	স্থানীয় ও জাতীয় শ্যুটিং ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৪)	ঢাকাস্থ রমনা এবং রাজশাহী জাফর ইমাম টেনিস কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা এবং রাজশাহী	স্থানীয় ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেনিস ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৫)	মিরপুর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাতাঁর ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৬)	সিলেট জেলা স্টেডিয়াম এবং আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর অধিকতর উন্নয়ন।	কাজ সমাপ্ত	সিলেট	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০১৯-২০ অর্থ বছরের				
(১)	"নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ" প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	নাটোর ও গাইবান্ধা	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(২)	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	কাজ সমাপ্ত	জামালপুর	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৩)	শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	কাজ সমাপ্ত	শেরপুর	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
(৪)	মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	মুন্সীগঞ্জ	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
৫)	সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতির পিতার ম্যুরাল স্থাপন প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	সিলেট	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
৬)	নেত্রকোণা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্সের উন্নয়ন প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	নেত্রকোণা	স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের				
১)	ঢাকাস্থ পল্টন কাবাডি ও ভলিবল স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাবাডি ও ভলিবল ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
২)	ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংগা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প-১ম সংশোধিত।	কাজ সমাপ্ত	ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংগা উপজেলা	স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	

৩)	ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
৪)	ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রকল্প	কাজ সমাপ্ত	ঢাকা	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের				
১)	কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ।	কাজ সমাপ্ত	কক্সবাজার	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
২)	রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	রংপুর	স্থানীয় ও জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
৩)	২৫টি জেলা সদরে বিদ্যমান টেনিস অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	২৫টি জেলা	স্থানীয় ও জাতীয় টেনিস ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
৪)	মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত	মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা	স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরীতে ভূমিকা রাখছে।	
৫)	কক্সবাজার জেলায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প	কাজ সমাপ্ত	কক্সবাজার	জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণে সহায়ক ভুমিকা রাখবে।	

০২। চলমান প্রকল্প/ কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য:

ক্র: নং:	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	মন্তব্য (সেপ্টেম্বর ২০২২)
১	২	৩	৪	৫	৬
	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:				
	(ক) অনুমোদিত				
১)	**ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।** ২০১৯-০৭-০১) খ্রি:২০২২খ্রি-১২-৩১ হতে :)	৯৮৩৬.২৭	২৫২৪.০০	১৫০০.০০	সাইটে কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।
২)	**পাবনা শহীদ এ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের উন্নয়ন, ইনডোর ক্রিকেট নেট প্রাকটিস সেড নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।** (০১-০১-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২১খ্রি:) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২২)	৩৭৬৭.৪২	১৫৫০.০০	৬৫০.০০	পাবনা স্টেডিয়াম (৭২%), পাবনা ইনডোর নেট প্রাকটিস (৭২%), পাবনা সুইমিংপুল (৪০%), ও শরীয়তপুর স্টেডিয়াম (৬৩%) স্টেডিয়ামের কাজ চলমান। প্রকল্পের বাস্তব

					অগ্রগতি গড়ে ৬২%।
৩)	**বরিশাল আব্দুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান জেলা সুইমিংপুলের উন্নয়ন প্রকল্প।** (০১-১১-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২২খ্রি:)|	৪৯৯৮.৮৪	১০১০.০০	৫০০.০০	সাইটে কাজ চলমান। বরিশাল স্টেডিয়াম (৫০%), সুইমিংপুল (১০%)। গড়ে বাস্তব অগ্রগতি ৩০%।
4)	**শেখ কামাল স্টেডিয়াম, কুষ্টিয়া এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।** (০১-০৭-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২২খ্রি:)|	৪০০১.১৭	৯৭৪.০০	৬০০.০০	
5)	**ভোলা জেলাস্থ গজনবী স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন, ইনডোর স্টেডিয়াম এবং সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প।** (০১-০৭-২০২০ হতে ৩১-১২-২০২২খ্রি:)|	৪৬৭৫.৪৪	১১০.০০	১২০০.০০	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি গড়ে ২০%।
6)	**মানিকগঞ্জ জেলায় আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প।** (০১-০৭-২০২১ হতে ৩১-১২-২০২২খ্রি:)|	335.00	১০.০০	১৩৫.০০	**পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৩-০৩-২০২২খ্রি: তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।**
7)	**ক) উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম-২য় পর্যায় (১৮৬টি) প্রকল্প।** **খ)** (০১-০৭-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২৫খ্রি:)।	১৬৪৯৩২.৫২	১৮২১০.০০	১০০০০.০০	৭২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি প্যাকেজের নোয়া প্রদান করা হয়েছে।
8)	**ক) প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণসহ খেলার মাঠ উন্নয়ন** খ) ০১-১০-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২৩খ্রি:)|	1395.00	১০.০০	১১৯৫.০০	১৪-১২-২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
9)	**ক) মাদারীপুর জেলাস্থ শিবচর উপজেলা ও ভোলা জেলাস্থ চরফ্যাশন উপজেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন এবং গাজীপুর জেলা সদরে সুইমিংপুল নির্মাণ প্রকল্প** **খ)** (০১-০৭-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২৪খ্রি:)।	৩৫১৫.০০	২০.০০	১০০০.০০	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় পুনঃ দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গাজীপুর জেলা সুইমিংপুল নির্মাণের জন্য জায়গা প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।

10)	ক) গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহ্সান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। খ)(৩১-১২-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২৪খ্রি:)।	৪৯১০.০০			দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
11)	**ক)** চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়াম ও সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং শরীয়তপুর জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প। খ) (০১-০৭-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২৪খ্রি:)।	৪৯৬৮.০০			দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

ক্রমিক নং	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
1.	৭.১৭ একর জমি অধিগ্রহণসহ উক্ত প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক মানের ২টি ফুটবল ও ১টি বাস্কেটবল মাঠ তৈরি করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত হয়েছে।	ঢাকা	বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা ও আধুনিক খেলার মাঠ নির্মাণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা উন্নতমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বয়ে আনছে। এধরণের সাফল্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করাসহ আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়াও ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের সাথে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগন সম্পৃক্ত থাকায় তাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগসহ দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।	নেই
2.	ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক ম্যাটসহ বেইলম্যান হ্যাঙ্গার নির্মাণ করা হয়েছে।	”	ঢাকা		
3.	সিনথেটিক হকি টার্ফ স্থাপন, রাস্তার উন্নয়ন এবং অফিসার্স ডরমেটরী নির্মাণ ।	”	ঢাকা		
4.	স্টাফ ডরমেটরী, ছাত্র হোস্টেল নির্মাণ, ইক্যুপমেন্টসহ শ্যুটিং কমপ্লেক্স বর্ধিতকরণ, ফুটবল টার্ফ স্থাপন, ক্রিকেট মাঠের উন্নয়ন (১টি), সিনথেটিক বাস্কেটবল মাঠ নির্মাণ, প্যাভিলিয়নসহ টেনিস মাঠ নির্মাণ, কলেজ ভবনের উন্নয়ন, মহিলা হোস্টেলের বর্ধিতকরণ ও বিদ্যমান ছাত্র হোস্টেলের উন্নয়ন ।	”	ঢাকা		
5.	গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর নির্মাণ ও সিনথেটিক ম্যাট স্থাপন।	”	ঢাকা		
6.	সিনথেটিক হকি টার্ফ ও এ্যাথলেটিক ট্র্যাক স্থাপন ।	”	ঢাকা		

7.	বিদ্যমান অবকাঠামো সমূহের আধুনিকীকরণ, মাঠ উন্নয়ন (বরিশাল, দিনাজপুর এবং খুলনা) ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	”	বরিশাল, দিনাজপুর এবং খুলনা		
8.	কক্সবাজার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রশাসনিক ভবন, প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল, অফিসার্স কোয়ার্টার, ডরমেটরী , মাল্টি স্পোর্টস ইনডোর, একাডেমিক ভবন, রাস্তা নির্মাণ , সাব-স্টেশনসহ এরিয়া লাইটিং এবং ফুটবল ও ক্রিকেট মাঠ নির্মাণ।	”	কক্সবাজার		
9.	১০ তলা বিশিষ্ট প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল, ইনডোর ক্রিকেট সেন্টার, সুইমিংপুল ও জিম নির্মাণ।	”	ঢাকা		
10.	একাডেমিক ভবন (সিলেট), সিনথেটিক ফুটবল মাঠ (সিলেট), সিনথেটিক হকি মাঠ (দিনাজপুর) নির্মাণ।	”	সিলেট ও দিনাজপুর		

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট:

ক্র:নং	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১	‘‘‡kL nvwmbv RvZxq hye Dbœqb BbwówUDU এর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মান” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন এবং হোষ্টেল ভবন নির্মানের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত স্থাপত্য নকশা /ডিজাইন চুড়ান্ত করার কার্যক্রম hye I µxov gš¿Yvjq হতে গ্রহন করা হচ্ছে।	‘‘‡kL nvwmbv RvZxq hye Dbœqb BbwówUDU এর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মান” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন এবং হোষ্টেল ভবন নির্মানের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত স্থাপত্য নকশা /ডিজাইন চুড়ান্ত করার কার্যক্রম hye I µxov gš¿Yvjq হতে গ্রহন করা হচ্ছে।	ঢাকা	দেশের সম্ভাবনাময় যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকান্ডে বৃহৎ পরিসরে যুবদের নিয়োজিত করার নিমিত্ত ‡kL nvwmbv RvZxq hye Dbœqb BbwówUDU এর বিবেচ্য অবকাঠামো নির্মান দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।	

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন:

ক্র. নং	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১.	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

ক্রীড়া পরিদপ্তর:

নং	গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
---	---	---	---	-----	--

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার/২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনাসমূহ (ইশতেহার ক্রমিক নং সহ)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
৩.১১	ক) তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন।	বাস্তবায়নাধীন **ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বিত তথ্য** **(১ম - ৮ম পর্ব)** ১. বাস্তবায়নাধীন জেলা ও উপজেলার সংখ্যা : জেলা- ৪৭টি; উপজেলা- ১৩৮টি। ২. বাস্তবায়নকাল : ১৫ gvP©, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ৩. মোট আবেদনকারী : ৩,১৬,২৪৪জন। ৪. মোট বাছাইকৃত উপকারভোগী : ২,৪০,৬১৪জন। ৫. মোট প্রশিক্ষণ প্রদান : ২,৩৫,৩৪৭ জন ৬. মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান : ২,২৮,১২৯ জন ৭. ড্রপ- আউট : ৮১৮৮ জন (৮ম পর্বে ১৪৯ জন সহ) ৮. কর্মসূচির নারী- পুরুষ অনুপাত(অস্থায়ী সংযুক্তি প্রাপ্ত) : ৫১: ৪৯। ৯. এ পর্যন্ত ২ বছর মেয়াদ পূর্তি : ২,২৮,১২৯ জন (১ম পর্ব থেকে ৭ম পর্ব পর্যন্ত)।	কুড়িগ্রাম, বরগুনা, গোপালগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাঁকুরগাঁও, পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বান্দরবান, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, সিলেট, ভোলা, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, গাইবান্ধা, শেরপুর, লক্ষ্মীপুর , **ফেনী**, **রাজশাহী** , **হবিগঞ্জ**, **টাঙ্গাইল**, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ, পাবনা, পটুয়াখালী, মাদারীপুর, বি-বাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ।	**জেলার বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।**	

		১০. বর্তমানে কর্মরত : ৪৭১৮ জন (শুধুমাত্র ৮ম পর্বে ১০টি উপজেলায়) ১১. মোট প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান : ২৪৪.৬০ কোটি টাকা। ১২. মোট কর্মভাতা প্রদান : ২৯৭৫.৬৪ কোটি টাকা। ১৩. মোট সঞ্চয় ফেরত : ৫৬৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ১৪. বর্তমানে অস্থায়ী কর্মে নিয়োজিত : ৪৭১৮ জন (শুধুমাত্র ৮ম পর্বে ১০টি উপজেলায়) ১৫. মেয়াদপূর্তির পর মোট কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান : ৬৬৮৯৮ জন (কর্মসংস্থান- ১৬৪৯৯ জন ও আত্মকর্মসংস্থান- ৫০৩৯৯ জন)। ১৬. ৮ম পর্বের সমাপ্তি : ৩১-১২-২০২৩ খ্রি. ১৭. মোট আর্থিক সংশ্লেষ : ক) ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দ: ৩৬৬০ কোটি ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। খ) ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ব্যয়: ৩৪৩৭ কোটি ২০ লক্ষ ৯০ হাজার । গ) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা।			
	খ) একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় যুবনীতি প্রনয়ণ।	জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ **প্রণীত**	**কেন্দ্রীয়ভাবে**	জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ **অনুসরণ করা হচ্ছে।**	
	গ) ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রনয়ন।	**প্রণীত**	**জামালপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও বগুড়া**	জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়ন কার্যকরী হয়েছে।	

	তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির জন্য একটি যুগোপযোগী ‘তরুণ উদ্যোক্তা. নীতি’ প্রনয়ন।	তরুণ উদ্যোক্তা নীতি ২০২২ **প্রণীত**	**কেন্দ্রীয়ভাবে**	উদ্যোক্তা নীতি ২০২২ **অনুসরণ করা হচ্ছে।**	
	ঘ) জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন।	নভেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে গঠন করা হবে।	**কেন্দ্রীয়ভাবে**	জাতীয় যুব কাউন্সিলের মাধ্যমে যুব সংগঠনকে সংগঠিত করা সহজ হবে।	
	ঙ) তরুণদের সুস্থ বিনোদনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হবে একটি করে ‘যুব বিনোদন কেন্দ্র’ যেখানে থাকবে বিভিন্ন ইনডোর গেমস এর সুবিধা, মিনি সিনেমা হল, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ কর্নার, মিনি থিয়েটার ইত্যাদি।	বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।	-	বিনোদন প্রদানের মাধ্যমে তরুণদের সুস্থ-মানসিকতা সম্পন্ন জনশক্তিতে রুপান্তর করা সহজ হবে।	
	চ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।	প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	-	-	
	ছ) জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের তথ্য সম্বলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন	-	তরুণদের কর্মসংস্থান/চাকুরীর লক্ষ্যে সহজে একটি বড় job market তৈরি সম্ভব হবে।	
	জ) তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর	কর্মসংস্থান ব্যাংক এর মাধ্যমে ২৩,৭২৭ জনকে ৩৫৭.১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।	**৬৪ জেলা**	**বেকার যুবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণোত্তর ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মী ও**	

	মাধ্যমে বিনা জামানতে ও সহজ শর্তে জনপ্রতি দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান।			**উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।**	
	ঝ) যুবসমাজ যাতে আদর্শিক ভ্রান্তিতে মোহাবিষ্ট হয়ে জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত না হয় সেজন্য কাউন্সিলিং এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাদক, জঙ্গিবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ বিষয়ে ক্লাশ নেয়া হয়।	**৬৪ জেলা**	**সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।**	

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:

ক্র:নং	নির্বাচনী ইশতেহার (লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ক্রমিক নম্বর সহ)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১।	৩.২৮ ক্রীড়া প্রতিটি জেলায় একটি করে ‘যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স’ গড়ে তোলা হবে।	দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর, মুন্সীগঞ্জ, মাগুরা, রংপুর, সিলেট জেলায় বিদ্যমান স্টেডিয়ামসমূহকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স হিসাবে রুপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়া, চাঁদপুর, ভোলা, বরিশাল জেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।	পর্যায়ক্রমে দেশের বিদ্যমান ৬৪টি জেলা	বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে যুব সমাজের উপযোগী বিভিন্ন ইভেন্টের খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।	

২।	৩.২৮ ক্রীড়া বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে বাংলাদেশের গৌরব জাগানো অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার সাথে ফুটবল হকিসহ অন্যান্য খেলা আন্তর্জাতিক মানে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে।	(ক) ক্রিকেট ও ফুটবলের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ১২টি খেলা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিতপূর্বক খেলাসমূহের জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশের প্রতিটি জেলা ও পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায়	সামাজিক অপরাধসমূহ যেমন- মদ, গাজা হিরোইন, ফেনসিডিল সেবন, চুরি, ছিনতাই, ইভিটিজিং, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে। ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা প্রসারিত হবে।	
৩।	৩.২৮ ক্রীড়া ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হবে।	দেশের সকল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য দেশের মোট ৪৯৫টি উপজেলার মধ্যে প্রকল্পের ১ম পর্যায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ গত জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ০৯টি উপজেলায় (লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, শান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ, পাবর্তীপুর ও শ্রীনগর উপজেলা) স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি উপজেলায় (টুঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের ৩য় পর্যায় অবশিষ্ট ১৭৩টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে যা জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	দেশের বিদ্যমান ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলা।	ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করার ফলে তৃনমূল পর্যায়ে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টিসহ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যাচ্ছে।	
		(খ) বয়সভিত্তিক জাতীয় দলগুলোর জন্য খেলোয়াড় তৈরী ও সরবরাহ করা হয়েছে।	ঐ	সারাদেশের অবহেলিত প্রকৃত খেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ পাবে ও দেশে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরী হবে।	
		(গ) ক্রিকেট, ফুটবল ও হকির সার্বিক উন্নয়নে ফেডারেশন কর্তৃক বিদেশী কোচ/পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।	ঐ	খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। দেশে আন্তর্জাতিকমানের খেলোয়াড় তেরী হবে।	

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার/২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনাসমূহ (ইশতেহার ক্রমিক নং সহ)	বাস্তুবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
১.	৩.২৮ ক্রীড়া বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে বাংলাদেশের গৌরব জাগানো অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার সাথে সাথে ফুটবল, হকিসহ অন্যান্য খেলা আন্তর্জাতিক মানে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে।	ক্রিকেট ও ফুটবলের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ১২টি খেলা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিতপূর্বক খেলাসমূহের জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য প্রকল্প গ্রহণসহ বিদেশী কোচ নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ।	বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর ও কক্সবাজারের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদেশী ১জন ক্রিকেট কোচ-কে দিনাজপুর ও ১জন ক্রিকটে কোচ-কে কক্সবাজার, বিকেএসপিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	ইতোমধ্যে ক্রিকেট, হকি, শ্যুটিং ও আর্চারি বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে ০৫ জন বিদেশি কোচ নিয়োগ করা হয়েছে। বিদেশি কোচ ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনেক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে একই সাথে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।	নেই

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট:

ক্র:নং	নির্বাচনী ইশতেহার /২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনাসমূহ (ইশতেহার ক্রমিক নং সহ)	**বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা**	**সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ**	**আর্থ-সামাজিক প্রভাব**	**মন্তব্য**
০১	৩.১১ তরুণদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য গঠন করা হবে যুব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ‘যুব গবেষণা কেন্দ্র’।	hye I µxov gš¿Yvjয়ের উদ্যোগে ‡kL nvwmbv RvZxq hye Dbœqb BbwówUDটে ইতোমধ্যে ‘যুব গবেষণা কেন্দ্র’স্থাপন করা হয়েছে।	**সমগ্র বাংলাদেশ**	**যুব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরন ও তা সমাধানের কৌশল নির্ধারন করে তাদেরকে আত্মকর্মী হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য** যুব গবেষণা কেন্দ্র গবেষণার মাধ্যম নীতি/কৌশল সুপারিশ করে ভূমিকা রাখবে।	

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন:

ক্র. নং	নির্বাচনী ইশতেহার/২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সমূহ (ইশতেহার ক্রমিক নং সহ)	বাস্তবায়নের গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
০১.	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

ক্রীড়া পরিদপ্তর :

নং	নির্বাচনী ইশতেহার/২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সমূহ (ইশতেহার ক্রমিক নং সহ)	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ	আর্থ-সামাজিক প্রভাব	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
০১.	বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে বাংলাদেশের গৌরব জাগানো অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার সাথে সাথে ফুটবল হকিসহ অন্যান্য খেলা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে ।	০১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর আয়োজনে ক্রীড়া পরিদপ্তর এর সার্বিক সহযোগিতায় ‘জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনুর্ধ্ব-১৭)-২০২২ এবং “বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭)-২০২২ উক্ত টুর্নামেন্ট তৃণমূল পর্যায়ের তথা ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত খেলা পরিচালনা করা হয় । পরবর্তীতে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । শেখ রাসেল	৬৪ টি জেলা	ক) ২০১৯/২০২০/২০২১ সাল পর্যন্ত “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনুর্ধ্ব-১৭) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)” ইউনিয়ন,	

		ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৫) এর মাধ্যমে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বয়সভিত্তিক দলগুলোর জন্য উপযুক্ত করা হয় । অন্যান্য বয়সভিত্তিক দলগুলোর জন্য খেলোয়াড় তৈরী ও সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে ।		উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট, প্রতিযোগিতা ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে যাতে সমাজের নারী ও পুরুষ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত এবং সুস্থ দেহ ও সাহসী মনের অধিকারী হয় ।	
০২.	নারী হকি খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের আয়োজন ।	নারীদের জন্য খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি ও নারী হকি খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে দেশের প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়কে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ দান ।		অর্থসামাজিক বাস্তবতায় দেশে নারী হকি খেলোয়াড় তৈরী এবং খেলোয়াড়দেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছর ক্রীড়া পরিদপ্তরের ইনোভেটিভ আইড়িয়া “ফ্লিক” এর আওতায় নারী হকি প্রশিক্ষক তৈরীর কাজ শুরু করে । আর সেই লক্ষ্যে সরেজমিনে তদারকির মাধ্যমে দেশের ১৩ টি জেলার ১৮ জন	

				কমিউনিটি কোচকে প্রশিক্ষক মনোনীত করা হয় এবং সে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দেশের ১৩ টি জেলায় ২০ জন করে মোট ২৬০ জন নারী হকি খেলোয়াড় তৈরী করে । এ সকল খেলেয়াড়রা ২০২১-২০২২ অর্থবছর আন্ত:স্কুল নারী হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যা মহিলা হকির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সাফল্য । এ কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে ।	